আমঝুপিতে চেয়ারম্যান প্রার্থী আসিফ আজিমের মটর সাইকেল শোভাযাত্রা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সম্ভাব্য চেয়ারম্যান প্রার্থী আসিফ আজিম লিটন গ্রাম অঞ্চলে মটর সাইকেল শো-ডাউন দিয়ে ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, হাট বাজার ও চা-এর দোকানে আসন্ন ইউনয়ন পরিষদের নির্বাচনে তাকে ঘিরে চলছে আলোচনা-সমালোচনার ঝড়। আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেতে তৃণমূলে কাজ করছেন আমঝুপি ইউনিয়নের কৃতি সন্তান আসিফ আজিম লিটন।

শুক্রবার বিকালে আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান প্রত্যাসী প্রার্থী আসিফ আজিম লিটনের নির্বাচনীয় অফিস উদ্বোধন ও মটর সাইকেল শোভাযাত্রা করা হয়েছে। মটর সাইকেল শোভাযাত্রাটি আমঝুপি, খোকসা, ইসলামনগর, হিজুলী, দফরপুর, কোলা, ময়ামারি গ্রামসহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করা হয়।

এসময় আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি আশরাফ হোসেন, আমঝুপি ইউপি সদস্য আলফাজ হোসেন, সাবেক ইউপি সদস্য আব্দুল মজিদ, আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রশিদ, তৈয়ব আলী মাস্টার, সাদ আহমেদ খেড়া, বাবলু মিয়া, রফিকুল ইসলাম, আব্দুল ওয়াহাব, খলিল মোল্লা, মারফত আলী, যুবলীগ নেতা নাসিমুল ইসলাম, সবুজ মিয়া, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের ত্রাণ বিষয়ক সম্পাদক সাঈমসহ তৃনমুল নেতাকর্মীদের নিয়ে মটর সাইকেল শোভাযাত্রা করে।

আমার সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন জনগণ করবে- মফিজুর

রহমান

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাৎকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক এম এফ রুপক। সাক্ষাৎকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে কি ভাবছেন?

মফিজুর রহমান: আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। বিগত নির্বাচনে আমি দলীয় সমর্থন পাইনি। তারপরও জনগণের ভালোবাসায় তাদের ভোটে আমি নির্বাচিত হয়েছিলাম। তবে এবার আমি দলীয় মনোনয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। যদি নৌকার প্রার্থী হতে পারি তবে আগামী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে কতটুকু আশাবাদী?

মফিজুর রহমান: আমার ইউনিয়ন পরিষদে আমাকে যতটুকু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সেগুলো যথাযত ভাবে পালন করিছি। আমি কতটুকু সফল বা কতটুকু ব্যর্থ এই মূল্যায়ন জনগণ করবে। জনগণের প্রত্যাশার সব জায়গা আমি পূরণ করেছি। কোন দুর্নীতির সাথে আমি জড়িত না। তাই আমি আশা করছি আমার প্রাণের সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাকে আসন্ন ইউপি নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন দেবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মনোনয়ন না পেলে পুনরায় স¦তন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ইচ্ছা আছে কিনা?

মফিজুর রহমান: যদি আমি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পাই তবে স¦তন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবো না। দল যাকে মনোনয়ন দেবে তার হয়ে নির্বাচনী মাঠে কাজ করবো।
মেহেরপুর প্রতিদিন: বিগত নির্বাচনে জনগণের প্রতি আপনায়

প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন কতটুকু হয়েছে?

মফিজুর রহমান: মুজিবনগর উপজেলার ছোট ও অবহেলিত একটি ইউনিয়ন ছিল মোনাখালী। কিন্তু বর্তমানে মোনাখালী ইউনিয়নের প্রতিটি রাস্তা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদ সুন্দর। ইউপি সেবা জনগণের একে বারেই দোর গোড়াই পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমাদের মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সাংসদ ফরহাদ হোসেনের সহযোগীতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন আমাদের ইউনিয়নে হয়েছে।

করোনাকালে সাধারণ মানুষদের সরকারি সুবিধা বাদেও আমি নিজ উদ্যোগে যতটুকু পেরেছি সহযোগীতা করার চেষ্টা করেছি। আমার ইউনিয়নের যুব সমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখার জন্য লাইব্রেরী স্থাপন করেছি। ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন খেলার সামগ্রী বিতরণ করেছি। সেই সাথে বিভিন্ন খেলা নিজ দায়িত্বে পরিচালনাও করেছি। দোর গোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিকে নিয়মিত খোঁজ খবর রাখছি। কোন কিছুর ঘাটতি থাকলে সেটা কতৃপক্ষের মাধ্যমে পূরণ করার চেষ্টা করি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী নির্বাচনে জয়ী হলে কি কি করতে চান?

মফিজুর রহমান: বর্তমান সরকারের আমলে দেশ কোন কিছুতেই পিছিয়ে নেই। উন্নয়নের মহাসড়কে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামকে শহরে রুপান্তর করা হবে। এই লক্ষ্যে সকলের সহযোগীতা নিয়ে কাজ করতে চাই।

রাজনৈতিক গ্রুপিংয়ে মিরপুরে ছাত্রলীগ নেতা আটক

কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক এস কে চঞ্চলসহ তিনজনকে আটক করেছে মিরপুর থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার রাতে তাদের নিজনিজ বাড়ী থেকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন জেলা ছাত্রলীগের সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক

এস কে চঞ্চল, তার চাচা খোকন মৃধা ও মিরপুর উপজেলা মাদক প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ নেতা ড্যানী।

তবে এলাকাবাসীর দাবী অল্পদিনেই এস কে চঞ্চলের নেতৃত্বে ছাত্রলীগকে সুসংগঠিত করতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া জামায়াত ও বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ায় হিংসাপরায়ণ হয়ে তাকে পুলিশ আটক করায় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়েছে।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এস কে চঞ্চলের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজী ও দেশীয় অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয়ভীতি দেখানোর জন্য মহড়াসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে । এ ব্যাপারে মিরপুর থানার এসআই পার্থ ঘোষ বাদী হয়ে চঞ্চলসহ তিন জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন।
আটককৃতদেরকে শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

এদিকে, ছাত্রলীগ নেতা চঞ্চলকে আটক করে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলায় আদালতে প্রেরণ করায় এলাকাবাসীসহ ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা চরম ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

তারা বলেন, এস কে চঞ্চল একজন বলিষ্ঠ ছাত্রনেতা ও সমাজ কর্মী। সে আওয়ামী পরিবারের সন্তান। তার বাবা শহিদুল ইসলাম মৃধা বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। বাবার রাজনৈতিক মতাদর্শ দেখে ছোটবেলা থেকেই আওয়ামী প্রেমী হয়ে ওঠে চঞ্চল। তারপর থেকেই ছাত্র রাজনীতিতে প্রবেশ করে সদ্য বিলুপ্ত কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভাষ্য অনুযায়ী, এস কে চঞ্চল ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সরব। এলাকার মানুষের সুখে দু:খে সব সময় পাশে দাঁড়ায় সে। তাকে রাজনৈতিক গ্রুপিং এর কারণে আটক করানো হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই এবং আটককৃতদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করছি।

রেল সংযোগ চালু হলে কৃষকসহ সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে — জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হেসেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুয়ায়ী মেহেরপুরে রেল সংযোগ স্থাপনে অধিকতর গুরত্ব দেওয়া হয়েছে। দর্শনা থেকে মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত রেল সংযোগের আওতায় আনা হচ্ছে। পরবর্তিতে মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা অথবা মিরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হবে।

শুক্রবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে “দর্শনা জংশন থেকে মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেল লাইন সংযোগের লক্ষে সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিশদ ডিজাইন” বিষয়ক অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথাগুলো বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, মেহেরপুরের উৎপাদিত কৃষিপণ্য কম খরচে যাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকরা নিয়ে যেতে পারেন সে লক্ষ্যে দ্রুত রেল লাইন প্রকল্পটি একনেকে পাশ হবে। এতে করে মেহেরপুর জেলার জন্য এটি একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

তিনি বলেন,,মানুষকে ভোগান্তির মধ্যে না ফেলে কম জমি নষ্ট করে কত সহজে রেল সংযোগ করা যায় সে বিবেচনায় ফিজিবিলিটি টেস্ট করে দুইটা ডিজাইন করা হয়েছে। আমরা সেটিকে আরো সহজতর করার লক্ষ্যে কাজ করছি।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে রেল সংযোগের ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করেন প্রকল্প পরিচালক ও রাজশাহী রেলওয়ের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আসাদুল হক।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমানের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, মেহেরপুরের পলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব

হোসেন, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু প্রমুখ। এছাড়াও জুম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমেও মেহেরপুরের বিভিণ্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অবহিতকরণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হেসেন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে দেশ কে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা নজির বিহীন। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি একটি মানুষও গৃহহীন থাকবে না, সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার।

বুধবার দুপুরে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামে দূর্যোগ ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে ১৩৫টি দূর্যোগ সহনীয় ঘরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ফরহাদ হোসেন বলেন, সারা বিশে^র মধ্যে দুরদর্শী নেত্রী শেখ হাসিনা। তিনি যা বলেন তা করে দেখান। দেশের মানুষ যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেজন্য গৃহহীনদের খুঁজে খুঁজে ঘর দেওয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, করোনার ক্রান্তিকালে আমাদের নেত্রী অত্যন্ত বিচক্ষনতার সাথে দেশ পরিচালনা করছেন। উনার দুরদর্শী নেতৃত্বে দেশের করোনা পরিস্থিতি এখন অনেকটায় স্বাভাবিক। তবে দ্বিতীয় ওয়েভ যদি আসে সেজন্য আমাদের সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে মেহেরপুরের পলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুজন সরকার, সুবিধাভোগী জনগণসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দরা।

‘বিএনপি-জামায়াত সরকার দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে’- হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, অতীতে বিএনপি-জামায়াত সরকার দুর্নীতিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে লালন পালন করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। সেই দুর্নীতির মূল এখন উৎপাটন হচ্ছে। অতএব সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের সমালোচনা করা মানে দুর্নীতিবাজদের পক্ষ নেয়া।

বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের উদ্ধোধন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, সারাদেশে উন্নয়নের জোয়ার চলছে। অথচ বিএনপি নেতারা কোন উন্নয়ন দেখে না। কারণ তারা কখনো দেশের উন্নয়ন করেনি। তাদের সেই ব্যর্থতা ঢাকতে বিএনপি নেতারা সরকারের বিরুদ্ধে বিষেদাগার করছে।

তিনি আরো বলেন, বিএনপি একটি জনবিচ্ছিন্ন দল। এই দলের কথা বলার কিছু নেই। সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার করে তারা জনগনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে।

এ সময় কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনের সাংসদ সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তাইজাল আলী খানসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মনোনয়ন প্রত্যাশী বাবু’র মতবিনিময়

গাংনীতে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভায় পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু বলেন, বস্তুু নিষ্ঠ সাংবাদিকতা আর বস্তুুনিষ্ঠ সংবাদ পৌর পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে।

স্থানীয় সাংবাদিকদের সহযোগীতা পেলে গাংনী হবে একটি মডেল শহর। গাংনী পৌরবাসীর দির্ঘদিনের পানি নিষ্কাশন সমস্য আজো দুর হয়নি। ড্রেনেজ ব্যাবস্থা নিয়ে যা হয়েছে তা আই ওয়াশ মাত্র। গাংনীকে পরিচ্ছন্ন শহরে পরিনতা করা ছাড়াও পৌরবাসীকে উন্নত সেবা প্রদান হবে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

এসকল কাজ করতে হলে স্থানীয় সাংবাদিকদের মতামত ও অংশ গ্রহন অত্যান্ত জরুরী। আমি সাংবাদিক ও সংবাদ পত্রের সাথে জড়িত এবং গাংনী ডিস ক্যাবল নেটওয়ার্ক পরিচারনা করে আসছি, আমি মনে করি প্রতিটি সাংবাদিক আমাকে সহযোগী মনে করেন।

পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু আরো বলেন, নৌকা প্রতিক নিয়ে যিনিই আসবেন তার পক্ষেই কাজ করবে গাংনী পৌর আওয়ামীলীগ। আমি পৌরবাসীর সাথে আছি, সাথেই থাকবো। মানুষের ভালবাসা নিয়েই মাঠে নেমেছি আগামী পৌর নির্বাচনের মেয়র প্রার্থী হিসেবে।

এসময় গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ রমজান আলী, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলমসহ প্রেসক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি মোঃ ছানোয়ার হোসেন বাবলু। সেচ্ছা সেবকলীগের যুগ্ম আহবায়ক সৈয়দ ওমর আলী তাপুসহ স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ।

শেখ হাসিনা মানবতা দেখিয়ে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়েছিল-কুষ্টিয়ায় এমপি হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যে মানবতা দেখিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে নির্বাহী আদেশে মুক্তি দিয়েছিল তার জন্য বিএনপির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা না করে উল্টো সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপি নেতাদের বিষেদাগার, নোংড়া রাজনীতির বহিঃ প্রকাশ।

মঙ্গলবার(২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় যোগ দেয়ার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে হানিফ এসব কথা বলেন।

“বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছেন” মন্তব্য করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, বেগম খালেদা জিয়া আইনী প্রক্রিয়ায় মুক্ত হয়নি, শেখ হাসিনার মানবিকতার কারণে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। এরপরেও কোন লজ্জায় বিএনপি নেতারা সরকারকে দোষারোপ করে তা বোধগম্য নয়।

এ সময় কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলীসহ আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পদক বাবুর পক্ষে

মাস্ক বিতরণ ও দোয়া কামনা

গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আনারুল ইসলামা বাবু মাস্ক বিতরণ ও পৌরবাসির দোয়া সমর্থন কামনা করেছেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পৌর আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের সাথে নিয়ে মাস্ক বিতরণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি মোঃ সানোয়ার হোসেন বাবলু, পৌর আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি মতিয়ার রহমান, ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ইউনুস আলী,সাধারণ সম্পাদক ইদ্রিস আলী, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিকসহ পৌর আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীবৃন্দ।

আনারুল ইসলাম বাবু বলেন, বিগত দিনে পৌর নির্বাচনে গাংনী পৌর আওয়ামীলীগ গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে।

আসন্ন নির্বাচনে নির্বাচনে গাংনী পৌর আওয়ামীলীগ যথাযথ দায়িত্ব পালন করবে। সে ক্ষেত্রে নৌকার পক্ষে পৌর আওয়ামীলীগ কাজ করবে। আমি মানুষের দোয়া ও সমর্থন চাইছি । মানুষ যথেষ্ট সাড়া দিয়েছেন।

আগামী নির্বাচনে গাংনী পৌরবাসীর কাছে আমার একটাই চাওয়া আপনার নৌকার পক্ষে থাকবেন। বঙ্গবন্ধার সাথে খাকবেন। জননেত্রী সেখ হাসিনার পক্ষে থাকবেন উন্নয়নের পক্ষে থাকবেন।

৩ জেলা ৯ উপজেলা ও ৬১ ইউনিয়নে নৌকার প্রার্থী যারা

স্থানীয় সরকার নির্বাচন উপলক্ষে দেশের তিন জেলা, ৯ উপজেলা ও ৬১টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে আওয়ামী লীগ। সোমবার বিকালে আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার নির্বাচন মনোনয়ন বোর্ডের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

আওয়ামী লীগ সভাপতি এবং দলের স্থানীয় সরকার নির্বাচন মনোনয়ন বোর্ডের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভাশেষে আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়।

তালিকা অনুযায়ী ফরিদপুর জেলা পরিষদে চেয়ারম্যান পদে মো. শামসুল হক, মাদারীপুর জেলা পরিষদে মুনির চৌধুরী এবং মৌলভীবাজার জেলা পরিষদে মিসবাহুর রহমানকে দলীয় মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে মো. এমদাদুল হক, বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলায় রায়হান উদ্দিন শান্ত, যশোর সদর উপজেলায় নুরজাহান ইসলাম নীরা, খুলনার পাইকগাছা উপজেলায় মো. আনোয়ার ইকবাল, সুনামগঞ্জ জামালগঞ্জ উপজেলায় মো. ইকবাল আল আজাদ, মাদারীপুরের শিবচর উপজেলা আ. লতিফ মোল্লা, কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলায় মোহাম্মদ আলী, চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলায় বিএইচএম কবির আহমেদ এবং চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় স্বজন কুমার তালুকদারকে নৌকার মনোনয়ন দেয়া হয়েছে।

৬১ ইউনিয়ন: ৬১ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগের প্রার্থী ঠিক করা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার টাঙ্গাইল সদর উপজেলার ঘারিন্দা ইউনিয়নে তোফায়েল আহমেদ। গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার নাগরী ইউনিয়নে মোহাম্মদ অলিউল ইসলাম। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নে মো. নূরুল ইসলাম। নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার আদিয়াবাদ ইউনিয়ন মো. সেলিম। ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার গাজনা ইউনিয়নে সুখেন মজুমদার।

ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ সদর উপজেলার বোররচর ইউনিয়নে আব্দুল আজিজ সরকার।

রংপুর সদর উপজেলার হরিদেবপুর ইউনিয়নে মো. একরামুল হক, চন্দনপাট ইউনিয়নে মো. আমিনুর রহমান, সদ্যপুস্কুরিনী ইউনিয়নে মো. মকছেদুর রহমান। রংপুর জেলা তারাগঞ্জ উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নে মো. দেলওয়ার হোসেন, লালমনিরহাট জেলা হাতীবান্ধা উপজেলার গড্ডিমারী ইউনিয়নে মো. আবু বক্কর সিদ্দিক, পাটিকাপাড়া ইউনিয়নে মো. মজিবুল আলম। দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার সাতনালা ইউনিয়নে মো. আব্দুল হামিদ শাহ। বগুড়া জেলা ধুনট উপজেলার কালেরপাড়া ইউনিয়নে মো. হারেজ উদ্দিন আকন্দ। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার চরঅনুপনগর ইউনিয়নে মো. সেরাজুল ইসলাম, নাচোল উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নে মো.

খাইরুল ইসলাম।

নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নে মো. মাসুদ রানা। সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার পোরজানা ইউনিয়নে মো. আনোয়ার হোসেন। পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলার ভাঙ্গুড়া ইউনিয়নে মো. বেলাল হোসেন খান, মণ্ডতোষ ইউনিয়নে মো. আফছার আলী।

চুয়াডাঙ্গা জেলা চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নে মোহা. শফিকুর রহমান। আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নে মো. তরিকুল ইসলাম। সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার কেরালকাতা ইউনিয়ন মো. মোরশেদ আলী। বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার কোদালিয়া ইউনিয়নে শেখ রফিকুল ইসলাম।

বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার কড়ইবাড়িয়া ইউনিয়নে নূর মোহাম্মদ। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার মহিপুর ইউনিয়নে আ. মালেক আকন্দ। ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ফরাজগঞ্জ ইউনিয়নে মো. ফরহাদ হোসেন (মুরাদ)। বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার কলসকাঠী ইউনিয়নে মো. ফয়সাল ওয়াহিদ। উজিরপুর উপজেলার সাতলা ইউনিয়নে মো. খায়রুল বাশার লিটন।

গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার জলিরপাড় ইউনিয়নে বিভা মণ্ডল। শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার মহিষার ইউনিয়নে মো. দেলোয়ার হোসেন সরদার।

নান্দাইল উপজেলার শেরপুর ইউনিয়নে মোয়াজ্জেম হোসেন মিল্টন ভূঁইয়া। ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার আঠারবাড়ী ইউনিয়নে জুবের আলম কবীর রূপক। ফুলপুর উপজেলার ছনধরা ইউনিয়নে মো. আবুল কালাম আজাদ। ফুলবাড়িয়া উপজেলা বালিয়ান ইউনিয়নে মো. মফিজউদ্দিন মণ্ডল। নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার ধলামূলগাঁও ইউনিয়নে মো. আব্দুল হালিম খান। সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার লক্ষ্মীপাশা ইউনিয়নে মাহমুদ আহমদ। ওসমানীনগর উপজেলা সাদিপুর ইউনিয়নে মো. কবির উদ্দিন আহমদ। মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার ভুনবীর ইউনিয়নে মো. আব্দুর রশীদ, মির্জাপুর ইউনিয়নে অপূর্ব চন্দ্র দেব। হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার শাহজাহানপুর ইউনিয়নে বাবুল হোসেন খান।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার চুণ্টা ইউনিয়নে শেখ মো. হাবিবুর রহমান। কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার আদ্রা ইউনিয়নে মো. আ. করিম। চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার সাচার ইউনিয়নে মো. মনির

হোসেন, গোহট উত্তর ইউনিয়নে মো. কবির হোসেন। মতলব উত্তর উপজেলার জহিরাবাদ ইউনিয়নে সেলিম মিয়া, সুলতানাবাদ ইউনিয়নে হাবিবা ইসলাম সিফাত। শাহরাস্তি উপজেলার মেহের দক্ষিণ ইউনিয়নে মো. রুহুল আমিন। লক্ষ্মীপুর জেলার লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ ইউনিয়নে নুরুল আমিন। রামগঞ্জ উপজেলার ইছাপুর ইউনিয়নে শাহনাজ আক্তার। রায়পুর উপজেলার কেরোয়া ইউনিয়নে শাহিনুর বেগম রেখা। চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার হারামিয়া ইউনিয়নে মো. জসিমউদ্দিন। ফটিকছড়ি উপজেলার নানুপুর ইউনিয়নে মো. শফিউল আজম, সুয়াবিল ইউনিয়নে জয়নাল আবেদীন।

মিরসরাই উপজেলার মিঠানালা ইউনিয়নে এমএ কাশেম।

লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নে এসএম ইউনুচ, লোহাগাড়া ইউনিয়নে মোহাম্মদ নূরুছফা, আধুনগর ইউনিয়নে মুহাম্মদ নূরুল কবির।